যুগান্তর

তারিখ ..27.SEP.2016...
পৃষ্ঠা ১-৬ কলাম ৪

# কওমি মাদ্রাসায় মেয়েদের সংখ্যা বাড়ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। নারী শিক্ষার্থীর চাহিদার বিপরীতে মাদ্রাসার সংখ্যাও বাড়ছে। সারা দেশে ৫ হাজার ৬৯৬টিন মধ্যে এক হাজার ১৬৬টি মহিলা মাদ্রাসা। যাত্রাবাড়ী-কাচপুর মহাসড়কে দু'পাশেই ১০টি মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে।

বেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের (বেফাক) এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, তাকমিল পুরুষ মাদ্রাসা ৩৯৭টি ও মহিলা মাদ্রাসা ৩১৮টি। ফযিলত পুরুষ মাদ্রাসা ২০৩টি ও মহিলা মাদ্রসা ১৫৮টি। সানাবিয়্যাহ পুরুষ মাদ্রাসা ৩৯০টি ও মহিলা মাদ্রাসা ১০৭টি। মুতাওয়াসসিতাহ পুরুষ মাদ্রাসা এক হাজার ৩০৬টি ও মহিলা মাদ্রাসা ৪৬৭টি, ইবতিদাইয়্যাহ পুরুষ মাদ্রাসা ৯৪৬টি ও মহিলা মাদ্রাসা ১১৩টি। হিফজুল কোরআন পুরুষ মাদ্রাসা এক হাজার ২৮৭টি ও মহিলা মাদ্রাসা ৩টি, কিরাত পুরুষ মাদ্রাসা ১টি। এ ধরনের মহিলা মাদ্রাসা নেই। অধিকাংশ মাদ্রাসার সরকারি অনুমোদন নেই বলে জানা গেছে। বেফাকের মহাসচিব মাওলানা আবদুল আজিজ জাহানাবাদী যুগান্তরকে বলেন, জনগণের অর্থে পরিচালিত হিফজ এবং দরসে নিজামি (প্রচলিত অর্থে কওমি) ধারার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কওমি মাদ্রাসা বলা হয়। উল্লিখিত হিসাবের বাইরে আরও অনেক মাদ্রাসা আছে। আঞ্চলিক বোর্ডের দ্বারা ওইসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়।

এদিকে সরেজমিন দেখা যায়, পুরুষ মাদ্রাসার মতোই অধিকাংশ মহিলা মাদ্রাসার পরিবেশ নাজুক। ছোটখাটো পরিসরে গড়ে উঠেছে এ ধরনের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান। এসব মাদ্রাসায় ছাত্রীর সংখ্যাও কম নয়। যাত্রাবাড়ী-কাচপুর মহাসড়কে শুধু রাস্তার দু'পাশে গড়ে উঠেছে ৬৭টি মাদ্রাসা। এর মধ্যে ১০টিই মহিলা। এগুলো হল— কুতুবখালীর জহিরুন নেছা মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, শনির আখড়ার জামিয়া ইসলামিয়া আশরাফুল উলুম (ছনটেক) মহিলা মাদ্রাসা, সাইনবোর্ডের মাহমুদীয়া মহিলা মাদ্রাসা, সানারপাড়ের জামেয়া নুরিয়া মহিলা মাদ্রাসা, ইব্রাহিমিয়া দারুল সালাম চিটাগং রোড মহিলা মাদ্রাসা, পাইনাদির কাসেমুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা, ধনিয়া জনতাবাগের দারুত্ তাকওয়া মহিলা মাদ্রাসা, দক্ষিণ কুতুবখালীর আয়েশা সিদ্দিকা নূরানী ট্রেনিং সেন্টার মহিলা মাদ্রাসা, চিটাগং রোড হিরাঝিল মহিলা মাদ্রাসা ও যাত্রাবাড়ীর দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা।

মোনাজাতরত কয়েকজন মেয়ে শিক্ষার্থী

যাত্রাবাড়ী থানার পেছনে পাঁচতলা ভবনের নিচতলায় দুটি রুম ভাড়া নিয়ে ২০০৪ সালে থেকে চলছে দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা। জানতে চাইলে এ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হারুন-আর-রশিদ যুগান্তরকে বলেন, 'এ মাদ্রাসায় কুদুরি জামাতে (৯ম শ্রেণী) পর্যন্ত পড়ানো হয়। মাদ্রাসার ছাত্রীদের মধ্যে শিশু শ্রেণীতে ২ জন, ১ম শ্রেণীতে ২ জন, ২য় শ্রেণীতে ২ জন, ৩য় শ্রেণীতে ৭ জন, ৪র্থ শ্রেণীতে ১ জন, পঞ্চম শ্রেণীতে ১ জন, মিজান জামাতে ২ জন ও কুদুরি জামাতে ৪ জন ছাত্রী রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে ১ জন পুরুষ শিক্ষক ও ৩ জন মহিলা শিক্ষক আছেন। প্রতি মাসে এ মাদ্রাসা চালাতে প্রায় ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়। ছাত্রীদের বেতন ও অনুদানে চলে প্রতিষ্ঠানটি। তবে ছাত্রীদের বেতন নির্দিষ্ট নেই।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ মাদ্রাসার মতো আরও অনেক মাদ্রসা রয়েছে, যার কোনো অনুমোদন নেই। এমনকি তারা কোনো বোর্ডের সদস্যও নয়। ■